সমকাল

তারিখ: 17 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ... ৩

নতুন ধারার জঙ্গিবাদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠ

সমকালীন প্রসঙ্গ | ইশফাক ইলাহী চৌধুরী

নিরাপত্তা বিশ্লেষক; অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমডোর

গুলশানের হলি আর্টিসান রেস্টুরেন্টে জঙ্গি হামলা ছিল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের; বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে জঙ্গিরা কোনো জিম্মি পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেনি। একটি ছোট্ট দল অতিথিপরায়ণ হিসেবে বাংলাদেশের দীর্ঘ ঐতিহ্যের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ওই রেস্টুরেন্টে আসা কমবেশি ২০ জন বিদেশি নাগরিককে জিম্মি ও হত্যা করে। কমান্ডো অভিযানে জীবিত জিম্মিরা উদ্ধার ও হামলাকারীরা নিহত হওয়ার পর দেখা গেছে, জঙ্গি সবাই তরুণ ও অভিজাত পরিবারের সন্তান। তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। কয়েক দিন পর কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় চেকপোস্টে হামলার ঘটনায় নিহত এক জঙ্গিও ছিল একটি অভিজাত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আরও পরে রাজধানীর কল্যাণপুরে জঙ্গি আস্তানায় অভিযানে নিহতরাও ছিল একই ধরনের সামাজিক অবস্থানে; অভিজাত পরিবারের সন্তান ও উচ্চশিক্ষিত। তাদের কেউ কেউ পশ্চিমা দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেও ডিগ্রি অর্জন করেছে।

এর আগ পর্যন্ত বহুল প্রচলিত ধারণা ছিল– জঙ্গিবাদে যুক্ত তরুণরা মাদ্রাসাপড়ুয়া ও দরিদ্র পরিবার থেকে আসা। কিন্তু সাম্প্রতিক এই তিন ঘটনা জঙ্গিবাদের মাদ্রাসা ও দারিদ্র্যতত্ত্বকে নিদারুণভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। যে কারণে রাজনীতি, অর্থনীতি, আমলাতন্ত্র, বুদ্ধিজীবিতা, আইনবিদ ও আইন প্রয়োগকারী মহলে আধিপত্যশীল অভিজাত মহল জঙ্গিবাদ ইস্যুতে নিজেদের ঘরের দিকে কমই তাকিয়ে এসেছে। কিন্তু গুলশানের হলি আর্টিসানে হামলার পর তাদের সেই নির্লিপ্ততায় ছেদ পড়েছে। তারা যখন দেখেছে নিজেদের ছেলে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়েও জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়েছে, মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানেই; তখন তাদের উদ্বিগ্ন হওয়া ছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না।

বিশেষত গুলশানের হামলার পর থেকে আমাদের 'কাউন্টার টেররিজম' পদক্ষেপের ক্ষেত্রেও নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। কারণ এর পর থেকেই মূলত স্পষ্ট হলো– কেবল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সামর্থ্য বৃদ্ধিই জঙ্গিবাদ ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ দেখা যাচ্ছে, অভিজাত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত তরুণ কেবল নয়; কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোটা পরিবারই জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ থেকে সিরিয়ার উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে। নিহত তরুণদের অনেকে মাসের পর মাস 'নিখোঁজ' ছিল বলেও জানা গেছে। আগে ও পরবর্তীকালে তাদের পরিবার থেকে থানায় সাধারণ ডায়েরিও করা হয়।

এই আশঙ্কা অমূলক নয় যে, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যারা ইতিমধ্যে নিখোঁজ হয়েছে, তাদের একটি বড় অংশ জঙ্গিবাদী বিভিন্ন গোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে দেশে আরও সন্ত্রাসী হামলার প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে পারে। নিখোঁজ তরুণদের একটি বড় অংশ দেশের শীর্ষস্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থী; তারা সাবেক সামরিক কর্মকর্তা, আমলা ও রাজনৈতিক নেতার সন্তান। আমরা দেখেছি, জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ এই নতুন তরুণদের অনেকের কোনো রাজনৈতিক অতীত নেই বললেই চলে। বস্তুত জঙ্গিবাদে দীক্ষিত হওয়ার আগে তারা কসমোপলিটান জীবনেই অভ্যস্ত ছিল। এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, তাদের বেশিরভাগই মানসিক জটিলতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের কেউ কেউ মাদকে অভ্যস্ত ছিল বা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছে। কেউ কেউ শিক্ষাজীবনে ভালো করতে না পেরে পরিবার ও স্বজনদের দিক থেকে চাপের মুখে ছিল; হতাশাযুক্ত জীবনযাপন করছিল। মানসিক শান্তির জন্যই তারা হঠাৎ ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং 'বড় ভাই' হিসেবে পরিচিত জঙ্গি নেতাদের সহজ শিকারে পরিণত হয়।

২০০৬-০৭ সালে তার আগে সক্রিয় জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর বেশিরভাগ নেতাকে শনাক্ত, আটক ও বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছিল। কিন্তু গত দুই বছরের জঙ্গি তৎপরতায় প্রমাণ হচ্ছে– ওই গোষ্ঠীগুলো নতুন নেতৃত্বের অধীনে নতুন কে সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত হয়েছে এবং নতুন নতু তরুণদের জঙ্গিবাদে দীক্ষা দিয়ে নতুন ধরনে হামলা পরিচালনা করে যাচ্ছে। আগের হুজি ব জেএমবির পাশাপাশি নতুন গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূ হয়েছে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি)। সম্প্রতি এটিকে 'আনসার-আল-ইসলাম' নামেও দেখ যাচ্ছে। এরা মূলধারার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা– উভয় ক্ষেত্রেই সক্রিয়। একইভাবে আমর হিযবুত তাহ্‌রীরকে সক্রিয় হতে দেখেছিলাম এবিটি ও হিযবুত তাহ্‌রীর– উভয় জঙ্গি গোষ্ঠীরই

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর তৎপরতা নতুন নয়। এগুলোকে তারা সব সময় সম্ভাবনাময় জঙ্গি সংগ্রহ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে। বাংলাদেশে আমর নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক বা স্বল্পশিক্ষিত তরুণদের মধ্যে জেএমবি ও হুজির কার্যক্রম প্রসারিত হতে দেখেছি। কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রথমে সরকার নিয়ন্ত্রিত আলিয়া মাদ্রাসা, পরে মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অনুপ্রবেশ করতে থাকে। হিযবুত তাহ্‌রীর ও আনসারুল্লাহ তো এখন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে

■ ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতি
তিন বছর প্রেমের সম্পর্কের
ধরে অবস্থান করছেন প্রেমিক
ঘটনাটি ঘটেছে ত্রিশাল উপজে
খাদিজা বেগম জানান,
ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার ন
বছর আগে মোবাইল ফোনে
কথা বলতে বলতে দু'জনের
দেখা-সাক্ষাৎ ও ঘোরাফেরা
প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে আসে
যাপনের পর তাকে তার বাড়ি
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে
তিনি। বইলর মোড়ে নেমে
পর্যায়ে এলাকার লোকজন ত
ওই বাড়িতেই অবস্থান করা
অবস্থানের পরপরই বাড়ি থে
জানান, ওই বাড়িতে পুলিশ গ

সম

কলেজছাত্রী ধর্ষণে

■ নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনায় এইচএসসি প
গতকাল মঙ্গলবার মামলা হ
ট্রাইব্যুনালে (ভারপ্রাপ্ত) ধর্ষিত
মাটিকাটা গ্রামের মঞ্জিল খাঁর
রমজান, কুসুম মুন্সির ছেলে খ
দমন আইনে এ মামলা ক
কলেজছাত্রীকে ধর্ষণ করে এ
মুখে অপহরণকারীরা গত
মেয়েটিকে রেখে যায়।

সিদ্ধিরগঞ্জে বঙ্গবন্ধু

■ সিদ্ধিরগঞ্জ প্রতিনিধি
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মু
সিদ্ধিরগঞ্জ থানা যুবলীগের
সুমিলপাড়ার দলীয় কার্যালয়ে
সোমবার বিকেলে নারায়ণগ
ওসমান ম্যুরালটির ফলক উ
আলহাজ মজিবুর রহমান, অ
খন্দকার মানিক মাস্টার উপস্থি

মুন্সীগঞ্জে একজনে

■ মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সীগঞ্জ শহরের জগধাত্রীপা
কাশেম দেওয়ান (৩২) নামে
করেছে পুলিশ। তিনি জগধ
ভাড়াটিয়া। কাশেম দেওয়া
কেওয়ার গ্রামের মৃত আলী ও
সোমবার রাতে পারিবারিক ক
কাশেমের পরিবার দাবি কে
থানার ওসি ইউনুচ আলী জান
হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে

ভ্যানের চাকায় ও

■ সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনি
সখীপুরে অটো ভ্যানগাড়ির
নামের এক নারীর মর্মান্তিক ম
আন্ধি এলাকা পাকা রাস্তায় এ